মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের এ পর্বের অনুসন্ধানে থাকছে আরো এক মাস্টার এজেন্ট পলাশের আদ্যপান্ত।

নিয়োগ দালালি করে বহু মানুষের কাছে থেকে নেওয়া অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ানো ধান্দাবাজ নামে পরিচিত পলাশ এখন নিজেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শোধ করেছেন বিভিন্ন জনের পাওনা টাকাও। দুটি ইটভাটায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করে পার্টনার হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাই ও গ্লাসের দোকান দিয়েছেন। এলাকাতে কিছু জমিও কিনেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে অবৈধ অনলাইন জুয়ার বদৌলতে।

পলাশ মেহেরপুর সদর উপজেলার টুঙ্গী গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময়ে যখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ে পলাশও তখন অনলাইন জুয়ায় নিজেকে জড়ান। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজের একটি বলয়। নিজের স্বার্থে এমন কোন কাজ নেই যা পলাশ করতে পারেন না। সাংবাদিক ও পুলিশ ম্যানেজের নামে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত নিকট থেকে চাঁদা তুলে তা আত্মসাৎ করাতেও পটু এই পলাশ। এছাড়া অনলাইন জুয়ার চ্যানেল বিক্রির নামেও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নিয়েছেন মোটা অংকের টাকা। পলাশ মেহেরপুর পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামিও। মামলার আসামি হলেও এলাকায় সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও তার স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির জন্য এলাকায় ছেলেদের নিয়োগ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের সাথে টাকা নেন পলাশ। চাকরি দেওয়া তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিতে পারেন না। পরবর্তিতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পেয়ে দ্রুত তার দিন বদলাতে থাকে। বনে যান অনলাইন জুয়ার ওয়ান এক্স বেটের অন্যতম মাস্টার এজেন্ট। তার এজেন্ট চ্যানেল চালানোর জন্য নিয়োগ দেন সাদ্দাম, আসিফ, আশিক, ইজারুলের ছেলে সুমন ও কটার ছেলে সবুজসহ বেশ কয়েকজন যুবককে। প্রত্যেককে মোটা অংকের বেতন দিয়ে থাকেন এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা জন্য।

সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার জন্য ওয়ান এক্স বেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর যার ছদ্ম নাম টম। তার নির্দেশে পলাশকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করতে। সেখান থেকে পলাশ এক সাংবাদিককে ৭লাখ দিয়ে বাকিটা আত্মসাতের জন্য নিজে রেখেছিলেন। পরে টমের নির্দেশে জামিনের জন্য মাহফুজুর রহমান নবাবের বাবাকে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকা। বাকি ৫০ হাজার সে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়াও সে পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য ঢাকার কোন এক ঢাকার কোন অভিযাত ব্যবসায়ীকেও ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। আরো এক মাস্টার এজেন্ট গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসাইনের কাছে থেকেও পলাশ পুলিশ ও সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার কথা বলে ৩ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম সম্প্রতি টুঙ্গীতে পলাশের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পলাশের বাড়ির পাশের একটি মাঁচাতে স্থানীয়দের সাথে গল্প মাতে টিমটি। এসময় আকষ্মিকভাবে পলাশ সেখানে হাজির হয়ে নিরালায় কথা বলার প্রস্তাব দেয় আমাদের অনুসন্ধানি টিমকে। গ্রামের একটি চায়ের দোকানের পাশে দাড়িয়ে কথা হয় পলাশের সাথে।

এসময় পলাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্য করার সময় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পরে ওয়ান এক্স বেটের একটি চ্যানেল নিয়ে প্রায় কোটি খানেক টাকা আয় করেছি। সব দেনার টাকা শোধ করেছি। দুটি ইটভাটাতে বিনিয়োগ করলেও তিনি একটি ইটভাটায় ১৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। শহরের কোর্ট সড়কে প্রায় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নাবিলা এন্টারপ্রাইজ নামে গ্লাস ও থাইয়ের দোকান দিলেও তিনি স্বীকার করেছেন সেখানে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তার হাতে নগৎ কিছু অর্থ আছে।

তার সাথে যখন মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম কথা বলছিলেন

তখন এলাকার বেশকিছু তরুণ ছেলে সেখানে জড়ো হয়। পরে জানা যায় তারা সকলেই পলাশের লোকজন।

পরে বিভিন্নভাবে পলাশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট কোমরপুরের মাদার আলী ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মিলে অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের কাছে থেকে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা উঠিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে।

জানা গেছে, তারা পুলিশকে পুলিশ ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ভাঙতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায় ডজন খানেক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পলাশও এজেন্ট হিসেবে ওই চাঁদার ভাগ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তবে ওই টাকা কে আত্মসাৎ করেছে তারা কেউ জানে না।

আরো জানা গেছে, তারপরপরই মেহেরপুর শহরের এক সাংবাদিকের চাপে পড়ে তার বাড়িতে প্রথম দফায় ৬লাখ ৮০ হাজার এবং পরে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন যাতে কোন সাংবাদিক নিউজ না করে। টাকা দেওয়ার সময় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে পলাশও গিয়েছিলেন। তবে ওই সাংবাদিকের দাবি ছিলো ২০ লাখ টাকা। টাকা কম হওয়াতে প্রথমে ওই সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তা গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছিলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মেহেরপুরে অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধমে বিদেশে টাকা পাঠানোর অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের গ্রেফতারে অভিযান চলবে।

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হয়ে রাতারাতিই কোটিপতি বনে গেছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।

বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল অনলাইন জুয়া চক্রের ডজন খানেক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন তারা। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেট, বেট উইনারসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে। মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরের তেরঘরিয়া বিল ক্ষমতাবানদের দখলে

“জাল যার জলা তার, মৎস্যজীবীর অধিকার” বঙ্গবন্ধুর দেওয়া এই স্লোগান এখন “ক্ষমতা যার, জলা তার” এ পরিণত হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বীলটি এখন সেই ক্ষমতাবান অমৎস্যজীবীদের দখলে। সমিতির মুল সদস্যরা প্রতি ঈদে ২ হাজার করে টাকা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো সুবিধা পাননা। মুল ইজারার বিপরীতে সমিতির বাইরের ব্যবসায়ী এবং সমবায় অফিসের কয়েকজন চাকুরীজীবির নেতৃত্বে তেরঘরিয়া বিলে মৎস্য চাষ ও আয় ব্যায়ের সব কিছুই

নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যা সমবায় নীতির বিরোধী।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত স্বারক মোতাবেক মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাংলা ১৪২৬ হতে ১৪৩১ সাল পর্যন্ত ৬ বছর মেয়াদে প্রথম চার বছর (বাংলা ১৪২৬, ১৪২৭, ১৪২৮ ও ১৪২৯ সন) বার্ষিক ২,৪০,৫০০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শ) টাকা এবং পরবর্তি ২ বছর (বাংলা ১৪৩০ ও ১৪৩১ সন) উক্ত অংকের ২৫ শতাংশ বর্ধিত ইজারামূল্যে তেরঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: এর অনুকুলে ইজারা প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

জেলা প্রশাসক মেহেরপুরের পক্ষে উক্ত জলমহালটি উল্লেখিত সমিতির অনুকুলে বাংলা ১৪২৬ হতে ১৪৩১ সাল পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৫শ টাকা, ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৫ শতাংশ আয়কর ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করায় শর্ত সাপেক্ষে বিগত ৮/৫/২০১৯ তারিখে জলমহালটি দখল হস্তান্তর করা হয়।

জলমহাল হস্তান্তর নীতিমালার ২ নং শর্তে উল্লেখ আছে, ইজারা গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন ও সংরক্ষণ করবেন। কেউ যাতে জলমহাল বেদখল না করে সেটি ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

তিন নং শর্তে উল্লেখ আছে, ইজারা গ্রহীতা জলমহালটি অন্য কাউকে সাব লীজ দিতে পারবেনা। সাব লীজ দিলে মূল ইজারা তৎক্ষণাৎ বাতিল বলে গণ্য হবে।

তিন নং শর্ত অনুযায়ী জলমহাল হস্তান্তর যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিলটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে জলমহালের একটি হস্তান্তর চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় ১০ জনের নামে।

মধ্যসত্তাভোগী হিসেবে এই চুক্তির মালিকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ব্যবসায়ী নুর আলম, সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ছেলে আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ (তানিম), সমিতির সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসাইনের স্ত্রী মোছা: শাহানা আক্তার, মেয়ে আফসানা হাবিব, একটি বাড়ি একটি খামারের চাকুরিজীবী রফিকুল ইসলাম, তেঘরিয়া গ্রামের মিয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো: শাহিনুজ্জামান, তার ভাই কামরুজ্জামান, মেহেরপুর সদর উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ভূলেন্দ্রনাথ

মৈত্রের স্ত্রী শিপ্রা মৈত্র ও সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া গ্রামের দবির উদ্দীনের ছেলে তরিকুল ইসলাম।

তেরঘরিয়া বিলটি অবৈধভাবে সাব লীজে উল্লেখিত শর্ত দেওয়া হয়েছে, মৎস্য চাষে যে খরচ হবে, সমুদয় খরচ বাদে লভ্যাংশের ১ শ শতাংশের মধ্যে সমিতির সদস্যরা পাবে মাত্র ত্রিশ শতাংশ।

শর্তে আরো উল্লেখ আছে, প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মৎস্য চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হলে সমিতির সদস্যরা সেখানে মানবিক বিবেচনা দেখাবেন।

বিনিয়োগকারীরা লভ্যংশের ৭০ ভাগ ভোগ করলেও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে লোকসান হলে সেই লোকসানের দায়ভার বহন েকেরত বলা হয়েছে ৩০ ভাগ লভ্যংশ ভোগকারী সমিতির সদস্যদের উপর।

তেরঘরিয়া বিলের সাবেক সভাপতি তুহিন উদ্দীন (২০১৬-২০১৮) বলেন, আমাকে জোর করে সমিতি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সমবায় অফিসের ভূলেন্দ্রনাথসহ কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজসে চারজন সদস্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি মৎস্যজীবীদের স্বার্থসংরক্ষণের কথা বলতে গেলে তাদের ভাল লাগেনা। বর্তমানে সমিতির ৪১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন সদস্য মখলেছুর রহমান, মতিন আলী ও শওকত আলী সমবায় অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সুবিধা নিচ্ছেন। মাছ ধরার সময়ও সমিতির সদস্যদের না নিয়ে অন্যদের দিয়ে মাছ ধরছেন।

সাব লীজ প্রসঙ্গে, তেরঘরিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক আফজাল হোসাইন বলেন, সমিতির গচ্ছিত কোনো পুঁজি নেই। সেই হিসেবে চাষে বিনিয়োগের জন্য ভূলেন্দ্র নাথ মৈত্র আমাদের সাব লীজ সম্পাদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। সাব লীজ দিলেও সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে সব বিষয়ে তদারকি করার কথা। কিন্তু সমবায় অফিসের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সমিতির সদস্যদের এসবের বাইরে রাখা হচ্ছে। এই সমিতির কোনো আয় ব্যায় হিসাব নিকাশ সম্পাদক হিসেবে আমাকে জানানো হয়না।

তিনি আরও বলেন, ২০২০/২১ সনের অডিট নোট পাওয়ার জন্য অনুরোধ করে জেলা সমবায় অফিসারের বরাবর চিঠি দিয়েছি আমি। কিন্তু জেলা সমবায় অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা আমাকে সেই অডিট নোট দিতে চাননি। এছাড়া নতুন করে অডিট অফিসার নিয়োগের আবেদন করলেও সেটিও দিতে অস্বীকার করেন এই কর্মকর্তা। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে অপদস্ত করেন বলে অভিযোগ করেন। সমিতির আয় ব্যায়ের সকল হিসাব নিকাশ ও নথিপত্র সম্পাদকের কাছে থাকার নিয়ম থাকলেও সেটি রাখা হয়েছে ভূলেন্দ্র নাথ

মৈত্র ও সভাপতির চাচাত ভাই শওকত আলীর কাছে।

জেলা সমবায় অফিসারের নির্দেশেই ভূলেন্দ্র নাথ মৈত্র ও মুজিবনগর সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক শাহিনুজ্জামান নিয়ন্ত্রণ করেন।

মাছ চাষের হিসাবটি এমন এক টাকা খরচ করলে এক টাকা লাভ হওয়ার কথা। অথচ সেখানে প্রতি বছর লোকসান দেখানো হয়ে থাকে। ১০৩ একরের তেরঘরিয়া বিলটিতে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা লাভ হলেও সেখানে প্রতি বছরই লোকসান দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।সমিতির সাধারণ একজন সদস্য শওকত আলী। সে সমিতির সভাপতির চাচাত ভাই। ভূলেন্দ্রনাথ মৈত্র সাধারণ সম্পাদককে বাদ দিয়ে শওকত আলীকে নিয়ে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগাঠনিক সম্পাদক গুরুদাস হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলাতে ১০টি জলমহাল রয়েছে। সবকটিই এখন মধ্যস্বত্বাভোগীদের দখলে। তেরঘরিয়া বিলেরও একই অবস্থা। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা জলমহাল থেকে উপকার পাচ্ছেন না। ১০৩ একরের এই বিলটিতে ঠিকমত চাষ করতে পারলে ২০০ মৎস্যজীবী পরিবার (৫ সদস্য বিশিষ্ট) সারা বছরই খুব ভালভাবে জীবনাতিপাত করতে পারেন। মৎস্যজীবীদের কথা বিবেচনা করে জলমহালগুলো ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে সরকার। জাল যার জল তার মৎস্যজীবীদের এই অধিকার পদে পদে অবজ্ঞা করা হচ্ছে।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালা বলেন, মুল চুক্তি অনুযায়ী সাব লীজ দেওয়া সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। সাব লীজ হয়ে থাকলে ৩ নং শর্ত অনুযায়ী সেদিন থেকেই এই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এই সাব লীজের সাথে কেনো জড়িত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি তাদের কাছে থেকে লিখিত জবাব চাইবো।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের

অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু হৃদরোগে আ্ক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার বিকাল ৩টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে তার নিজ গ্রাম মুজিবনগরের গোপালপুরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মোস্তাফিজুর রহমান টিপু মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি প্রয়াত আব্দুল মান্নান মাস্টারের ছেলে।

এদিকে শহরের কাসারীপাড়াস্ত বাসভবেন তার মরদেহ নেওয়া হয়েছে। বিকালে নিজ গ্রাম গোপালপুরে নেওয়া হবে।

তাঁর এ অকাল মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি জয়ী

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি জয়লাভ করেছে।

শুক্রবার মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ইয়াং টাইগার ক্রিকেট একাডেমি ১২২ রানের বিশাল ব্যবধানে জোরপুকুরিয়া ক্রিকেট একাডেমীকে পরাজিত করে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমি ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রাবণ সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে জোরপুকুরিয়া ক্রিকেট একাডেমী ১৩ ওভারে মাত্র ৫৯ রান করে সকলে আউট হয়ে যায়। ইয়ং টাইগার্স এর পক্ষে লিটিল ৫টি উইকেট লাভ করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী (৩৫) কে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি টিম।

আটক হায়াত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে।
শুক্রবার দুপুরে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডলের নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার এসআই শাহিনুর রহমান এসআই হেলাল সঙ্গীয় ফোর্স সহ মেহেরপুর বুড়িপোতা সড়কে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডল বলেন মেহেরপুর-বুড়িপোতা রাস্তায় মোদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অবস্থান নেয়া হয়। এসময় ইজিবাইকে মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী যাচ্ছিল। এসময় ওই ইজিবাইকটি তল্লাশী করার সময় সে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাকে আটক করা হয়।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নাট্যকর্মী আবু হানিফ এর মাগফিরাত কামনায় আলোচনা ও দোয়া

গাংনীতে বিশিষ্ট সমাজ সেবক, নাট্যকর্মী, প্রিয়ভাজন মরহুম আবু হানিফসহ প্রয়াত সকল সহকর্মীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘সীমান্ত অপেরা’ গাংনীর আয়োজনে মরহুমের আত্মজীবনী তুলে ধরে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকালে সীমান্ত অপেরার নিজস্ব কার্যালয় গাংনী কাঁচা বাজার (আড়ত) মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী পৌর সভার সাবেক প্যানেল মেয়র নবীরউদ্দীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক।

তিনি বলেন, মরহুম আবু হানিফ গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামের একজন সফল মেম্বর ছিলেন। তিনি একজন সফল নাট্যকর্মী ও নীতিগতভাবে আদর্শ মানুষ ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে মেহেরপুরের সাংস্কুতিক অঙ্গনে একজন গুনী শিল্পীর শুন্যতা দেখা দিয়েছে। তিনি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে ছিলেন, সীমান্ত অপেরার পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী আব্দুর রাজ্জাক। এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারন সম্পাদক ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাইদুর রহমান।

সীমান্ত অপেরার উপদেষ্টা সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নাট্যকর্মী আকবর আলী। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন, ঠান্ডু ডাক্তার, মেহেরপুরের স্বনামধন্য অভিনেতা মীর ফারুক হোসেন,

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ। স্মৃতিচারণ করতে সকলেই আবেগ আপ্লুত ও অশ্রæসজল হয়ে পড়েন।

অনুষ্ঠানে সীমান্ত অপেরার সাধারন সম্পাদক আলী আজগরসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুরের গিয়াসউদ্দীন, কামাল হোসেন, রবিউল ইসলাম, আমঝুপির আব্দুল জলিলসহ মরহুম আবু হানিফ এর পরিবার পরিজন উপস্থিত ছিলেন।আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ যাত্রা উন্নয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত কৃতি অভিনেতাদের পরিচয় পত্র প্রদান করেন।
আলোচনা শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন, গাংনী পাইলট সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা আবু জাফর।

অনুষ্ঠানে মরহুম আবু হানিফের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকলের দোয়া কামনা করা হয় এবং মরহুমের বিদগ্ধ শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। পরে সকলের জন্য তাবারকের ব্যবস্থা করা হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সাত জুয়াড়ী আটক

গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়ীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার নওদা-মটমুড়া গ্রামে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার ৩৬০ টাকা ও জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার মুটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের একটি রাইসমিলের মধ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে। সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক কৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে মুনতাজ আলী, কালি গাংনীর আবুল কাশেমের ছেলে মানিক হোসেন, রামনগর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, গাংনী বাজার পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে বাদশা, রামনগর গ্রামের খেজমত আলীর ছেলে আশাদুল হক, চরগোয়াল গ্রামের সামছদ্দিন মন্ডলের ছেলে ইনজাল হোসেন ও সদর উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে জাফর আলী। আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে প্রেরন করা হবে।

গ্রাম বাংলার আবহমান চিরায়ত রুপ কাঠের লাঙ্গল, জোয়াল ও গরুর হাল চাষ

গ্রাম-গঞ্জের সেই লাঙ্গল, মই আর গরুর হাল চাষ চোখে পড়েনা।কৃষকের মুখের ডা ডা ভোড় ভোড় হাক ডাকও এখন আর কৃষি মাঠে শোনা যায়না। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে ছন্দপতন হারিয়েছে সনাতন চাষ পদ্ধতি।

অথচ, এক সময়ে লাল সবুজের এই অবহমান গ্রাম বাংলার চিরায়ত রুপ ছিলো লাঙ্গল জোঁয়াল মই আর গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ার দৃশ্য।

এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে কৃষি মাঠ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে গরু, লাঙ্গল,জোয়াল ও মই।

কৃষি, মৎস্যসহ নানা রকম ফসল উৎপাদনে অন্যতম জেলা মেহেরপুর। তারই ধারা বাহিকতায় মেহেরপুর কৃষি মাঠের দিকে তাকালেই দেখা যেত সারি বেঁধে লাঙ্গল, জোয়াল আর গরু দিয়ে জমি চাষ করার দৃশ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সাথে সাথে আধুনিকতার স্পর্শে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারের ফলে কৃষকদের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে কৃষি মাঠে। ফলে কৃষি মাঠ থেকে কৃষকের সেই ভাটিয়ালি গান লাঙ্গল ও গরু দিয়ে জমি চাষ করতে দেখা যায় না কৃষকদের। কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লাঙ্গল জোয়াল, চিরায়ত বাংলার অপরুপের

সন্ধান করতে গেলে কৃষি উপকরণ লাঙ্গল, জোয়াল, মইসহ হালের গরুর কথা অবশ্যই আসবে।

গরু ও লাঙ্গলের জায়গা দখল করে নিয়েছে আধুনিকতার যন্ত্র ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার। এক সময়ে দেশে কৃষক বানিজ্যিকভাবে গরু পালন করতো হাল চাষ ও মোটাতাজা করার জন্য। তারা নিজের জমি ও অন্যের জমি চাষ করে সংসারের ব্যয়ভার বহন করত। আর হালের গরু দিয়ে জমি চাষ করে ফিরে পেত তাদের পরিবারের স্বচ্ছলতা। আধুনিক যন্ত্র কৃষি মাঠ দখল করায় গরু দিয়ে চাষাবাদ বন্ধ করে বেছে নিয়েছে অন্য পেশা।

দেশের ঐতিহ্য গরুর গাড়ি ও লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ আজ বিলুপ্তির পথে। বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে ২/১ জন কৃষক এখনও লাঙ্গল ও গরু দিয়ে হালচাষ করছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া এলাকার কৃষক ইছাহাক আলী বলেন, এটা আমার বাপ দাদার ঐতিহ্য। গরু আর লাঙ্গল মই আমার সাত পুরুষের যন্ত্র। বংস পরম্পরায় আমরা গরু আর কাঠের লাঙল দিয়ে হাল চাষ করে আসছি। এখনও আমি লাঙল দিয়ে চাষ করি। নিজের জমি নিজেই চাষ করে আসছি। হাল চাষের জন্য ১ জোড়া বলদ পালন করি।কাঠ, লোহার ফাল দিয়ে লাঙ্গল, বাঁশ দিয়ে জোয়াল, মই, লড়ি ও গরুর মুখের টানা ব্যবহার হতো।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন বলেন, সরকার কৃষি মাঠকে যান্ত্রিকরণ করেছে। এতে উৎপাদন খরচ কমেছে এবং কৃষক লাভবান হচ্ছে। যার ফলে লাঙ্গল ও গরু দিয়ে হালচাষ কৃষি মাঠ থেকে বিলুপ্ত প্রায়।

মেহেরপুরে পায়রা’র উদ্যোগে হতদরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেসিন বিতরণ

একটা সেলাই মেসিন আমার জীবনের গতি পাল্টে দেবে। অন্যের কাছে হাত পেতে নয়, নিজের পায়ে দাড়িয়ে এখন সংসার চালাবো। আমি দর্জির কাজ

করে আমার সংসারের উন্নয়ন করবো।

পায়রা সংস্থার কাছ থেকে সেলাই মেসিন নিয়ে এভাবেই তার অবেগভরা কথাগুলো বললেন হতদরিদ্র কাজল রেখা বলেন।
আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা শারজাহ’র অর্থায়নে স্থানীয় এনজিও সংস্থা পায়রা এলাকার বিভিন্ন অসহায় দরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেসিন বিতরণ অব্যাহত রেখেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরের দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মুশিরুল ইসলামের স্ত্রী মৃত কাজল রেখা, মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী মোছা: আরিফা খাতুন, শেখপাড়া এলাকার সাইফ হোসেনের স্ত্রী সায়লা খাতুনকে সেলাই মেসিন প্রদান করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পায়রা সংস্থার সমন্বয়কারী মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, নির্বাহী সদস্য বিল্লাল হোসেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য ও পায়রা সংস্থার উপদেষ্টা এএসএম ইমনের পৃষ্টপোষকতায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার অসহায় মানুষদের মাঝে সংস্থাটি ১ হাজার টিউবওয়েল ও সেলাই মেশিন বিতরণ অব্যাহত রেখেছে।

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) টহল দলের অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১২০ কেজি ভারতীয় সিসা উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার খালপাড়া গ্রামে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১১৬ এর নিকট হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাশবাগানে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই সিসা উদ্ধার করা হয়।

৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) বুড়িপোতা বিওপি’র নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল খালপাড়া গ্রামের বাঁশ বাগানের মধ্যে খড়কুটা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ৪ টি প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে থেকে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক ১২০ কেজি বাংলাদেশী সিসা উদ্ধারের ঘটনায় দুপুরের দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে।

নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামান জানান, ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে চোরাকারবারীরা সিসা গুলো ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে ওই বাঁশবাগানের মধ্যে জড়ো করেছিল। বিজিবির টহল দলকে দেখে সিসাগুলো ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, সিসা উদ্ধারের ঘটনায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।এছাড়া উদ্ধারকৃত সিসা মেহেরপুর কাষ্টম অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।উদ্ধারকৃত সিসার আনুমানিক মুল্য ২লাখ ৪০ হাজার টাকা।